সুদখোর আর ঘুসখোরে কোন পার্থক্য নেই!

লেঃ কর্নেল (অব.) মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক

দেশের জননেত্রী সুদখোর আর ঘুষখোরের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আমার যতটুকু মনে পড়ে, বেশ ক'বছর আগে তাঁর দাখিলকৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসেবে এক/দেড় কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট নামক একটা আইটেম ছিল। ফিক্সড ডিপোজিট থেকে ৮/১০ পার্সেন্ট হারে সুদ পাওয়া যায়। সব ব্যাংকই কম বেশি তাই দিয়ে থাকে। বস্তুত ফিক্সড ডিপোজিট করার উদ্দেশ্যই তাই। জননেত্রী কি তাঁর ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত এই সুদটা খান না? নিশ্চয়ই খান। না খেলে ফিক্সড করে রাখবেন কেন? মানে দাড়ালো তিনিও সুদ খান।

দেশ নেত্রীর কত টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে তা আমার জানা নেই। তবে আছে এটা অনিবার্য কারণেই ধরে নেয়া যায়। কাজেই তিনিও সুদ খান। সুদ আমরা কম বেশি সবাই খাই। যারই ব্যাংক একাউন্ট আছে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সবাই সুদ খায়। এই সুদ খাওয়াটাকে হারাম নিশ্চয়ই বলা যাবে না। কারণ এই সুদটা আসে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকেই। ব্যাংক ব্যবসা করে লাভ করে সে লাভ থেকেই আমাকে আপনাকে সুদ দিয়ে থাকে।

নবীজী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এই পদ্ধতির সুদ খাওয়াকে জায়েজ করে দিতেন। তাঁর একটি বাণীকে আমরা ভুলে যাই, "যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলো।" বর্তমানের সুদ বিষয়টা যুগেরই একটি তাল। সুদ ছাড়া পৃথিবী অচল। সুদ খাওয়া-খায়ি এক দিন বা এক ঘন্টার জন্যও বন্ধ করা যাবে না। তাতে পৃথিবীই অচল হয়ে যাবে। কোটি কোটি টাকা/ডলার/রিয়েল প্রতি মুহূর্তে লেন দেন হচ্ছে সুদের কারবারের ভিত্তিতে। আমদানি-রফতানি, শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ কায়কারবার চলে সুদের ওপর।

আসলে যত দোষ সবই বাংলা ভাষার এই অসভ্য "সুদ" শব্দটির। সুদ না বলে এটাকে লভ্যাংশ/ ইন্টারেষ্ট/ বখরা বা অন্য কোন নামে ডাকতাম তাহলে বুঝি এই অনর্থ ঘটতো না। ইসলামি ব্যাংকে আমার একটি মুদারাবা সেভিংস একাউন্ট আছে। বছরে দু'বার তারা আমাকে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। ব্যাংক যে হারে লাভ করে সে হারে কিন্তু আমাকে লভ্যাংশ দিচ্ছে না।

দিচ্ছে অনেক নিম্মহারে। এটা কোন ধরণের লভ্যাংশ দেয়া হলো প্রশ্ন করেও কোন সদোত্তর পাওয়া যায় নি। সদোত্তর দিতে হলে তো বলতে হবে, এটা সুদই দিচ্ছে। আর এটা বললে তো ইসলাম/ নবীজী সবই গেল। তাই দেখা যাচ্ছে যত নষ্টের গোড়া এই 'সুদ' শব্দটি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এই বেয়াড়া বেয়াদপ 'সুদ' শব্দটিকে বাংলা ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। তাহলে আমাদের কায়কারবারে হারাম-হালালের জটিলতাটি আর থাকবে না।

কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো যেভাবে সুদ খায়/দেয়, গ্রামীণ ব্যাংকও সেভাবে সুদ খায়/দেয়। তবু কেন জানি অপবাদ দেয়া হয় ডঃ ইউনূস সুদ খান। গ্রামীণ ব্যাংক সুদ খায় এ কথা কিন্তু বলছে না। ডঃ ইউনূস ব্যক্তিগতভাবে কোন সুদের কারবার করেন না। তবুও তিনি সুদখোর। কথাটা কোন মূর্খ লোক বললে এটাকে তার অজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দেয়া যেত। কিন্তু যখন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন তখন তো আর একে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শেখ হাসিনাকে মূর্খ বলার মত দৃষ্টতা তো আমি দেখাতে পারি না।

শেখ হাসিনা এ পয়েন্টে এসে হয়তো বলবেন, আমি তো এ সুদের কথা বলি নি। ড; ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক গরিব জনগণ থেকে অনেক বেশি হারে সুদ আদায় করে। এ কথাটা অনেক পন্ডিত ব্যক্তিরা বলেন। তাই আমিও বলেছি এবং সেই অর্থে তাঁকে সুদখোর বলা হয়ে থাকে। যদি তাই হয় তা হলে আমরা বিষযটিকে একটু খতিয়ে দেখি তিনি তথা গ্রামীণ ব্যাংক কত বেশি হারে সুদ আদায় করে থাকে।

শেখ হাসিনার স্বামীর গ্রামের ছলিমুন্নেচা ভরসা বেওয়াকে ২০০০ টাকার একটি ক্ষুদ্র ঋণ পৌঁছাতে এবং তা তুলে আনতে গ্রামীণ ব্যাংকের কত কর্মঘন্টা ব্যয় হয় এবং সেই কর্মঘন্টাগুলোর দাম কত সেটার খুটিনাটি হিসেব করলে আমাদের পন্ডিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন গ্রামীণ ব্যাংক বেশি সুদ নেয় নাকি ন্যায্য সুদ নেয়। জানি; পন্ডিত ব্যক্তিরা এই তুচ্চ হিসেব করবেন না বা করতে পারবেন না। গ্রামীণ ব্যাংক যে কাজটি করছে তা কনভেনশনাল ব্যাংক কখনো করতে পারবে না। বিত্তহীনকে ঋণ দেয়া কনভেনশনাল ব্যাংকের টিওআর এর বাইরে। আর টিওআর এর মধ্যে আনতে গেলে তাকে সম্ভবত গ্রামীণ ব্যাংক থেকেও বেশি হারে সুদ আদায় করতে হবে।

হিসেবের এই কঠিন মার প্যাঁচে না গিয়ে আমি অন্য পথে ড: ইউনূস তথা গ্রামীণ ব্যাংকের বেশি সুদ আদায়ের বিষয়টিকে আর একটু খোলাসা করবো। ২০০০ হাজার টাকার একটি ক্ষুদ্র ঋণ প্রান্তিক পর্যায়ে বৎসরে কত টাকা আয় করে তা আমরা একটু খতিয়ে দেখবো। প্রান্তিক পর্যায়ে ২০০০ টাকার একটি পুঁজি কতদিনে একবার খেটে আসে? মানে টার্ন ওভার হয় কত দিনে? দক্ষ হাতে পড়লে এ পরিমান পুজি প্রতিদিনই একবার খেটে আসতে পারে। ধরে নেই আমাদের ছলিমুন্নেচা বেওয়া দক্ষ নন। তিনি ২০০০ টাকার ধান কেনেন ১০ টাকা কেজি দরে। তাতে ২০০ কেজি ধান পেলেন। তা ভিজিয়ে সেদ্ধ করে শুকিয়ে-চুড়িয়ে-চাল করে বিক্রি করতে তাঁর এক সপ্তাহ লেগে গেল। ধানকে প্রসেসিং করে চাল'এ রূপান্তরিত করায় তাতে ভ্যালু এড হলো কেজি প্রতি এক টাকা। এই এক টাকাকে লাভ বিবেচনা করলে ছলিমুন্নেচা বেওয়া সপ্তাহান্তে আয় করলেন ২০০ টাকা। ২০০০ টাকা পুঁজি খাটিয়ে সপ্তাহে ২০০ হিসেবে ৫২ সপ্তাহে তার আয় হলো ১০,৪০০ টাকা। দুই সপ্তাহ বাদ দিয়ে রাউন্ড ফিগার করে নিলে হলো ১০,০০০ টাকা।

এখন দেখা যাক গ্রামীণ ব্যাংক তথা সুদ খোর ইউনূস কত টাকা সুদ হিসেবে আদায় করলেন? জলীল সাহেবের ট্রাম কার্ডীয় হার তথা ৩৬% হিসেবে ৭২০ টাকা। ড: ইউনূসের হিসেব মতে ২০% হারে ৪০০ টাকা। এখানে জেনে রাখা যেতে পারে গ্রামীণ ব্যাংকের বানিজ্যিক ঋণের সুদের হার ২০%, গৃহ ঋণ ৮% ও শিক্ষা ঋণের সুদের হার ৫%। ১০,০০০ টাকা লাভ থেকে ৭২০/৪০০ টাকা লভ্যাংশ নিয়ে ড: ইউনূস কোন্ গরিব মারার কল বসিয়েছেন বা ভয়াবহ সুদ খোরীয় কারবার খুলে বসে আছেন তা আমাদের পন্ডিত মহল বা শেখ হাসিনা বুঝিয়ে বলতে পারবেন কি?

ক্ষুদ্র ঋণের মাজেজাই এরকম। দ্রুত টার্ন ওভার। লাভ অবিশ্বাস্য। তাই ড: ইউনূস বলেন কনভেনশনাল ব্যাংক/ব্যবসার ঠুলি পড়ে থাকলে ক্ষুদ্র ঋণকে বুঝা যাবে না। ক্ষুদ্র ঋণকে বুঝতে হলে সামাজিক ব্যবসাকেও বুঝতে হবে। আমাদের পন্ডিত মহলের সমস্যাটা হলো এখানেই। তাঁরা কনভেনশনাল ঠুলি পড়ে বসে আছেন। তাবৎ বিশ্ব বুঝলো ক্ষুদ্র ঋণের মাজেজা। কেবল বুঝলো না আমাদের পন্ডিত মহল।

বাড়ি ৬৫এ, সড়ক ১৫এ, ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ০১৯১১-৯৩৭৬৬২/৯১৪৩৫৪৮